

জগৎবল্লভপুরে ভস্মীভূত কেক এর দোকান

দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মে : হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে আগুনে ভস্মীভূত কেক এর দোকান, দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শুক্রবার ভোররাতে জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তালপুকুর এলাকার একটি দোকানে ওই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে প্রায় ২

ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কি থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা। আগুনে প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে কেকের দোকানের মালিক রবিন বেলেল বলেন, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলাম। রাত একটা নাগাদ আমার কাছে খবর আসে দোকানে আগুন লেগেছে। এক সিভিক ডলেটিস্যার এই আগুন লাগার খবর

দেন। খবর পেয়ে দোকানে ছুটে যাই। দেখি দোকান দাঁউ দাঁউ করে জ্বলছে। আগে থেকেই এলাকার বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। দমকলে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। সেখানে পৌঁছায় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশও। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ তাদের কাছে আগুনের খবর আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দুটো ইঞ্জিন পৌঁছায়। প্রায় দুঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পাশের বেশ কয়েকটি দোকান ছিল। সেই দোকানগুলোতে আগুন ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দমকলের তৎপরতায় বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পায় অন্য দোকানগুলি। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ ও দমকল।

রেলের ডিজাস্টারে অবরুদ্ধ হাওড়া পুরসভার নিকাশি নালা পরিদর্শনে এসে জানালেন সৈকত চৌধুরী

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মে : আমরা রেলকে জানিয়েছি, তারা যেন ভবিষ্যতে কাজ করার সময় সতর্কতা নেন। রেলের ডিজাস্টারে অবরুদ্ধ হাওড়া পুরসভার নিকাশি নালা পরিদর্শনে এসে জানালেন উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী। ওই নিকাশি নালা অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে ওইসব এলাকায় জল জমার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এদিন সৈকত বাবু দাবি করেন। তিনি বলেন, রেল তাদের কাজ করার সময় যে বড় ডিজাস্টার করেছিল, বৃহস্পতিবার আমরা হাওড়া পুরনিগমে ড্রেজেন্স এবং কনজারভেন্স দপ্তরের তরফ থেকে সেই জায়গা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের হাওড়া পুরনিগমের যে মেন ড্রেন যেখান দিয়ে ৬৮, ৪০ এবং নবায়ের কিছুটা অংশের জল পাস করে রেল তার কাজ করার সময় একটি পার্চিল ভেঙে ফেলে এর ফলে তার



ভেঙে ফেলা অংশ ওই ড্রেনে পড়ে মেন ড্রেনটি ব্লক হয়ে যায়। এর ফলে বৃষ্টিতে জল জমলে সেই জমা জল বেরনোর পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা রেলকে জানিয়েছি, তারা যেন ভবিষ্যতে কাজ করার সময় অ্যালাট থাকেন এবং এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করার জন্য আমাদের নেন ভবিষ্যতে আর সমস্যায় পড়তে না

হয়। আশা করব রেল কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো মেনে চলবেন।

আমরা ওই ড্রেনটি ইতিমধ্যেই ক্লিন করার কাজ শুরু করে দিয়েছি। ড্রেন ক্লিয়ার না হলে জলের ফ্লো কমে যাবে এবং এই ওয়ার্ডগুলিতে জল জমার সমস্যা অ্যালাট বেড়ে যাবে। তাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব ড্রেনটিকে ক্লিয়ার করে পরিস্থিতি সমাধানের চেষ্টা করছি।

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু ঘটলো দুটি শিশুর সুন্দরবনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৩ মেঃ সুন্দরবনে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই নিয়ে লাগাতার জন সচেতনতা মূলক প্রচার করার পরও কমছে না এই মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার বোম্বার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামুমুখী দুমকি এলাকায় জলে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

কলকাতা ফুটবল লীগে প্রতিটা দলে ৫ জন নয়, কমপক্ষে ৯ জন ভূমিপুত্র ফুটবলারের দাবিতে এর সামনে বাংলা পক্ষর বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৩ মেঃ সম্প্রতি নিয়ম করেছে যে ক্যালকাটা ফুটবল লীগে প্রতিটা দলে ৫ জন বাংলার ফুটবলার খেলতে হবে। বাংলা পক্ষর দাবি - কলকাতা ফুটবল লীগে প্রতিটা দলে ৫ জন নয়, কমপক্ষে ৯ জন বাংলার ভূমিপুত্র ফুটবলার চাই। বরং বলা ভালো ২ জনের বেশি বহিরাগত খেলানো যাবে না। এছাড়া অনেকে তিন রাজ্যের ফুটবলার টিকানা জালিয়াতি করে বা আধার কার্ড জালিয়াতি করে বাংলার ভূমিপুত্র ফুটবলার হিসাবে খেলো। আধার কার্ড জালিয়াতি করলে সেই ফুটবলারকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং সেই ক্লাবকে ব্যান করতে হবে।

এই দাবি নিয়েই আজ অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করলো ও ডেপুটেশন দিল বাংলা পক্ষ। নেতৃত্ব দেন বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়। সাধারন সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাইরের রাজ্যের ফুটবলার খেলালে এখানকার ফুটবলাররা ভালো খেলা শিখে। এগুলো হাস্যকর যুক্তি। গত ৩০ বছর ধরে একই যুক্তি শুনছি এবং এভারেষ্ট বাইরের ফুটবলার খেলানো হচ্ছে। এতে বাঙালির ফুটবলের উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি হচ্ছে। বাঙালি ফুটবলাররা চাল পাচ্ছে না। যখন শুধুমাত্র বাংলার ফুটবলারাই খেলতো তখন বাংলা প্রায় প্রতিবার সন্তোষ ট্রফি জিততো এবং ভারতীয় টিমে কমপক্ষে ৭-৮

জন বাঙালি ফুটবলার খেলতো। বর্তমানে এ বাঙালি বঞ্চিত, কলকাতা ডার্বিতে বাঙালি নেই। এরপর কি এও বাঙালি থাকবে না? বাঙালি ফুটবলাররা চাল না পেলে খেলবে কেন? বাংলার ফুটবলকে বাঁচাতে এবং বাঙালি তথা ভূমিপুত্র ফুটবলার তুলে আনতে কে সর্দর্ধক ভূমিকা নিতে হবে। সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি বলেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে ডোমিসাইল দুনীতি একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা ক্রিকেট হোক বা ফুটবল- সর্বত্রই এক সমস্যা। আধার কার্ড জালিয়াতি করে বা টিকানা জালিয়াতি করে বাংলার ফুটবলার হিসাবে খেলছে তিন রাজ্যের ছেলেরা। কর্তাদের এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। ফুটবলারদের স্কুল সার্টিফিকেট যাচাই করতে

হবে এবং দের ইস্যু করা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট চাই। বাংলার ছেলেমেয়েদের জায়গায় টিকানা জালিয়াতি করে বাইরের ছেলেমেয়েদের খেলা চিরতরে বন্ধ করতে হবে। বাংলার ক্রিকেটেও এই সমস্যা চূড়ান্ত। সেখানেও আমরা গত ৭ বছর লড়ছি। শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম চ্যাটার্জী বলেন, আমরা জানি কলকাতা ময়দান দুনীতির আুড়ঘর হয়ে গেছে।

বাইরের প্রেয়ার নিয়ে আসে যাতে চুক্তি ভ্যালুর থেকে কম টাকা প্রেয়ারদের দিয়ে সেই টাকা দুনীতি করা যায়। একটা চক্র কাজ করছে যারা টাকা নিয়ে বাইরের রাজ্যের বা বাইরের রাষ্ট্রের ফুটবলার খেলাচ্ছে টাকার বিনিময়ে। বাংলার ফুটবলের স্বার্থে বাঙালি, সাঁওতাল, লেপচা সহ ভূমিপুত্র ফুটবলার খেলতে হবে।

ছেলে পূর্ণমকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে স্টেশনে গিয়েছিলেন পূর্ণমের বাবা ভোলানাথ সাউ

বনস্পতি দে, রিষড়া হুগলি,২৩ মে : শুক্রবার রাত হলেও বাড়ির সামনের রাস্তাটা কুণ্ডিম আলোয় ঝলমল করছিল। ছেলে এল বলে, দেশের ছেলে আজ ঘরে ফিরছে, সামনের রাস্তাটার দিকে সমানে চোখ আটকে রেখেছিলেন সাউ পরিবারের সদস্যরা। ভুলবশত কাঁটাতারের ওপারে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণম সাউ এবং সেখানে বন্দি হয়েছিলেন। এ দিকে জঙ্গি দমনে ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্যের পর থেকেই দিল্লি-ইসলামাবাদ সম্পর্ক একেবারে তালানিতে ঠেকে। এই পরিস্থিতিতে ২০ দিনের বেশি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল পূর্ণমকে। অবশেষে দুই দেশের দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার পর ১০ দিন আগে দেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন এই বিএসএফ জওয়ান। শুক্রবার অবশেষে তাঁর ঘরে ফেরার খবর। সকাল থেকেই তোড়জোড় ছিল তুঙ্গে। সাউ পরিবারে সাজ সাজ রব। এ দিন পাঠানকোট থেকে পূঁা এজ্ঞপ্রসে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছন পূর্ণম ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে স্টেশনে গিয়েছিলেন পূর্ণমের বাবা ভোলানাথ সাউ। সঙ্গে ছিলেন রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র-সহ আরও অনেকেই।

মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়েছে

কলকাতা, ২৩ মেঃ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়েছে। রাজ্যেরশিক্ষা দফতরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের পিএম পোষণ দফতর প্রাথমিকে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ১৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে করেছে ৬ টাকা ৭৮ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৯ টাকা ২৯ পয়সা বাড়িয়ে করেছে ১০টাকা ১৭ পয়সা। এ বার প্রাথমিকে কেন্দ্র দেবে ৪ টাকা ৭ পয়সা এবং রাজ্যকে দিতে হবে ২ টাকা ৭১ পয়সা। অন্য দিকে, উচ্চ প্রাথমিকে কেন্দ্র দেবে ৬ টাকা ১০ পয়সা এবং রাজ্য দেবে ৪ টাকা ৭ পয়সা। এর আগে, মিড ডে মিলের বরাদ্দ বেড়েছিল গত বছর ডিসেম্বর মাসে।

উপযুক্ত পরিচয় পত্র ছাড়া সমীক্ষা না

কলকাতা, ২৩ মেঃ উপযুক্ত পরিচয় পত্র ছাড়া এলাকায় কেউ সমীক্ষা করতে এলে বা কোন রকম প্ররোচনামূলক প্রচার চালালে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে রাজ্য সরকার সব সীমান্তবর্তী জেলার জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দিয়েছে। এলাকায় কোন সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রচার হলে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে মুখাসচিব মনোজ পঙ্হ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকায় বহিরাগতদের ভিড় বাড়ছে কিনা তার উপরে নজরদারির পাশাপাশি পুলিশকে স্থানীয় ভাবে জনসংযোগ বৃদ্ধির উপরে জোর দিতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় উস্কানিমূলক প্রচার চালানো হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে প্রশাসনিক ঠেঁকে জানানোর পরেই রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে।

কুলবাতপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান উৎসব

বলাই চাঁদ মথোপাধ্যায় , হুগলি,২৩ মেঃ রক্ত দিলে হয় না ক্ষতি, জাগ্রত করে মানবিক অনুভূতি - এই আশুবারাকে পাথয়ে করে পুরষুড়া থানার কুলবাতপুর কনোনা যোদ্ধা -র ব্যবস্থাপনায় সংসহার প্রতিষ্ঠা দিবসে ৫ম বর্ষের রক্তদান উৎসব কুলবাতপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মানব জন্মী শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রক্তদান উৎসবের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি বিশ্বনাথ সামন্ত , সম্পাদক জ্ঞানানন্দের পোড়েল ও করোনা যোদ্ধা র পক্ষে সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র ভৌমিক।এই মহতী উৎসবে ৪০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। আঙ্গকের এই রক্তদান শিবিরে উল্লেখযোগ্য হল তারকেশ্বর থানার নছিপুর গ্রামের সনৎ সান্না এই নিয়ে তিনি ১২৪ বার রক্তদান করলেন।থানাকুল ১ নং রক্তের ঠাকুরানীচক গ্রামের স্বদেশ চোয়ান জীবনের ১০১তম রক্তদান করেন । শিবিরে পিতা মাতা ও কন্যাকেও রক্তদান করতে দেখা যায়। বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের চিকিৎসক সৌমিত্র দাসের পরিচালনায় ব্লাড ব্যাংকের অভিজ্ঞ ও কুশলী চিকিৎসকদের আন্তরিকতায় রক্তদান কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে গবেস্ট বেক্স ব্লাড ডোনর্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক পল্লবকুমার দে হাড়াও রক্তদান আন্দোলনের দুই ব্যক্তিত্ব অরিন্দ্র চ্যাটার্জি ও পার্থপ্রতিম পাণ্ডে ও এলাকার গুণীগণদের সমাবেশে রক্তদান কর্মসূচি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে । সংস্থার সম্পাদক শিক্ষক সঞ্জয় বিশ্বাস উপস্থিত রক্তদাতাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ।

ছেলেকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরেন বাবা। চোখের কোণ জলে চিকচিক করে ওঠে। ফুলের মালা পরিয়ে অভার্থনা জানানো হয় পূর্ণমকে। এর পর গাড়িতে করে বাড়ির পথে রওনা দেন এই রিয়্যাল লাইফ হিরো। পথে লিলুয়ার একটি মিষ্টির লোকানে দাঁড়ান তিনি। চেনা স্বাদের মিষ্টি চেখে দেখেন পরম তৃপ্তিতে। সেখানেই পূর্ণম বলেন, ‘আপনাদের আশীর্বাদে ফিরে এসেছি।’ পাকিস্তানে থাকাকালীন ছেলে এবং পরিবারের জন্য মন কেমন করার কথাও এ দিন জানান তিনি। এ দিন পূর্ণমের জন্য রিষড়া বাগখাল এলাকায় একটি ছড়খোলা গাড়ির আয়োজন করা হয়। সেই গাড়িতে বসিয়েই তাঁকে বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সাউ বাড়ি সাজানো হয় আলোতে। উপস্থিত হন পরিবারের আত্মীয়রাও। ভোজ মেনুতে ছিল লুচি, নিরামিষ তরকারি এবং মিষ্টি। পূর্ণমকে স্বাগত জানানোর জন্য করা হয় কেকের ব্যবস্থাও। দীর্ঘদিন পরে তাঁকে কাছে পেয়ে খুশি পরিবারের সদস্যরা। শুধু বাড়ির সদস্যরাই নন, তিনিও যে পরিবারের লোকজনের কথা এই সঙ্কটকালে দিবারাত্র ভেবে গিয়েছেন তা বললেন স্টেশনে নেমেই। বলেন, ‘‘খুব মনে পড়ছিল বাড়ির কথা, পরিবারের

শিশু মৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট উত্তপ্ত পাঁশকুড়া ঘটনার মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে, সিভিকের কঠিন শাস্তির দাবি নাবালকের পরিবারের, ঘটনায় গ্রেফতার ৬ জন

সরকারি চাকরির দিশা দেখাতে পূর্বস্থলীতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেমিনার

প্রসেনাজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ২৩ মেঃ বর্তমান সময়ে সরকারি চাকরির সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপট ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত দিশা দেখাতে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতে অবস্থিত জাহান্নগর জিএসএফপি বিদ্যালয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেমিনার। এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং গ্রাজুয়েশন করে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির মাধ্যমে নিজেদের জীবন গড়তে আগ্রহী।সেমিনারে মূলত আলোচনা হয়, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সময়ে ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে পরাশোনা এবং প্রস্ততির মাধ্যমে সরকারি চাকরির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন সরকারি চাকরির ধরণ, প্রস্ততির কৌশল, প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্বাচন এবং সময় ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিয়েই সেমিনারে বিশদভাবে আলোচনা



হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ জানান, ‘সরকারি চাকরির ক্ষেত্র এখন অনেকটাই সীমিত। তাই সঠিক দিশা ও প্রস্ততির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা যদি এগোতে পারে, তবেই তারা সফল হবে। প্রথম পর্যায়ে ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করানো হয়েছে। বিভিন্ন প্রফেশনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের আন্ত্রণ জানানো হয়েছে আজকের এই সেমিনারে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে

পারে। ছাত্রছাত্রীদের কথায় জানা যায়, এই ধরনের সেমিনার তাদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত উপকারি। তারা বিভিন্ন নতুন তথ্য ও দিশা পেয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এই ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেমিনার শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং অভিভাবকরা।

এয়ার গান সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ,২৩ মেঃ উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে আশ্রোয়ান্ত্র সহ গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে শহরের উপকন্ঠ মতিরায় বাঁধ এলাকা থেকে মলয় দাস নামক যোনাৰ পুলিশ। পাশাপাশি তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি এয়ার গান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মলয় দাস নামক ওই ব্যক্তির বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার সুকান্ত পল্লী এলাকায়। জানা যায়,বেশ কয়েক বছর ধরে নবদ্বীপে ভ্রমণ করার সূত্রে রানীরচড়ার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ হালদার নামক এক টোটো চালকের সঙ্গে পরিচয় হয়

উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা মলয় দাসের। ভ্রমণের সূত্রে বারংবার নবদ্বীপে আসতে থাকায় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে টোটো চালক বিশ্বজিতের সঙ্গে অতিযুক্ত মলয় দাসের। ঘনিষ্ঠতা সূত্রে ওই ব্যক্তিকে মতিরায় বাঁধে ষশুন্সরবাড়িতে নিয়ে যায় বিশ্বজিৎ। এদিকে পরিচয় সূত্রে বিশ্বজিতের শাসুড়িকে মা ব্রল সম্বোধন করে অতিযুক্ত মলয় দাস। অভিযোগ বৃহস্পতিবার দুপুরে কথায় কথায় বিশ্বজিতের শাসুড়িকে ওই এয়ারগানটি দেখালে তিনি ভয়ে পেয়ে তৎক্ষণাৎ বিষয়টি তার স্বামী কানাইলাল সাহা কে জানান। সন্ধ্যায় মতি রায় বাঁধ এলাকার বাসিন্দা কানাইলাল সাহা নবদ্বীপ থানায় মলয় দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু



করে পুলিশ। শুক্রবার ভোর রাতে গোপন শুভে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে মতি রায় বাঁধ এলাকায় কানাইলাল সাহার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি এয়ার গান। শুক্রবার দুপুরে অতিযুক্ত মলয় দাসের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রকু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে বিচারক চোদ্দ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাত্মা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭৩ সংখ্যা শনিবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

খ্যাতনামা দুই বাঙাল

মুরগির মাংসটা কেমন খাইলা? শচীন দেববর্মণ ভানুর কাছে জানতে চাইলেন। সুস্বাদু মাংস খেয়ে তৃপ্ত ভানু বিগলিত কথায় মুগ্ধতার সুর, অপূর্ব এমন আর খাই নাই। শচীন কর্তা ভানুকে বললেন, মাংসের রাঁধুনি ভারত বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফি। ভানু ছিলেন শচীন কর্তার গানের ক্যান্যন কর্তার সহধর্মিণী (মীরা) ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসমেটে। উভয়েই ঢাকার জগন্নাথ কলেজের পড়ুয়া। কর্তার সাথে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব বড় মিল দুজনেই কটুর ইস্টপেন্সল সমর্থক। ১৯৫৯-৬০ সালের কথা,ভানু তখন একটা ছবির জন্য বোম্বেতে দিন ১০- ১৫ ছিলেন। পরিত্যক্ত, ঘনিষ্ঠ, বাঙালিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। একদিন দাদামণি(এশোককুমার) এর বাড়িতে গেলে তাঁর স্ত্রী না খাইয়ে ছাড়বেন না। দাদামণি সেই সময় বাড়িতে না থাকলেও কিশোরকুমার এসেছিলেন। দাদামণির স্ত্রী শোভা বললেন, ভালোই হয়েছে, ভুইও ভানুর সঙ্গে খেয়ে যা়,আর ওকে যাবার পথে হোটেল পৌঁছে দি়ন,দেখি রান্নার কতদূর হল। কিশোরকুমার, ভানুকে পরামর্শ দিলেন তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলুন,বউদি সাতদিনের বাসি মাছ খাওয়াবে। সতিই সেইসময়ে ফ্রিজ খুব কম লোকের বাড়িতে ছিল। যদিওবা থাকত ফ্রিজে রেখে সাতদিন ধরে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। দাদামনির বাড়িতে অবশ্য সাতদিনের বাসি মাছ খেতে হয়। তবে ভানুর কথায় তেমন বিশ্বাদ লাগে নি। অন্য আর দিন শচীন কর্তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অনেকক্ষণ আড্ডার পরে খাওয়া দাওয়া হল। শচীন দেববর্মণ ভানুর কাছে জানতে চাইলেন, কী রকম খাইলা? সহসা জবাব উপাদেয়। কর্তা জানতে চাইলেন মুরগির মাংস কেমন হয়েছিল। ভানু জানালেন খুব ভাল খেয়েছেন। সব শুনে মুখ খুললেন শচীন কর্তা কে রাঁধসে জানো? ভানু একটু আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চয়ই মীরা। কারণ শচীন জয়া কে চিনতেন,সে ভাল রান্না করে। দুজনেই আগে থেকে দুজনকে চেনেন।। কলেজে এক ক্লাসে পড়তেন। কিন্তু শচীন কর্তার জানালেন,, না সকালে রফি আইসা রাইছা দিয়া গ্যাসে। ভানু বিস্মিত,হতবাক ভারতের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফি তিনি মাংস রান্না করেছেন। শচীন কর্তা নিজের মুখে বললেন, রফিরে কইলাম কলকাতার ঘিঁহিক্য আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু খাইতে আইহো,রফি শুইন্যা নিজেই রাইছা দিয়া গ্যালে।। সত্যি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু অভিনেতা হিসেবে মানুষের কাছে জনপ্রিয় নন,বড় মাপের মানুষেরা তাঁকে যথেষ্ট মসেব করতেন। শচীন কর্তা এবং ভানু বাঙাল ভাষায় কথা বলতে ভালো বাসতেন। তার ফলে দুজনের মধ্যে মনের মিল থেকে শুরু করে হৃদয়ের মিল বেশি ছিল। কলকাতায় ভানু থাকলে তাই সময় থাকলে একবার করে শচীন কর্তাকে ফোন করতেন। তবে শচীন কর্তা বলে দিতেন তখন কোন সময়ে ফোন করে কথা বলতে হবে। কলকাতার অধিকাংশ লোকেরা বাঙাল ভাষায় কথা বলে না। হাফিয়ে উঠতেন ভানু। শচীন কর্তার ছিল ঠিক একই রকম অবস্থা। তার ফলে দুইজনের মিলেও ফোনের মদ্যে দিলে বাঙাল ভাষার ঈদান প্রদান করতেন। কেউ কেউ আবার ইয়াকি করে বলতেন, ভারতে দুই বাঙাল রয়েছে যারা ভারত তথা বিশ্ব ভ্রম্য করতে বেরে হয়েছে। দুই বাঙালকে নিয়ে বহু গল্প বাজারে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে এখনও।

সমস্যায় সত্যজিৎ রায়

সত্যজিতের হৃৎপিণ্ডের সমস্যা। বাইপাস করে এসেছেন কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন থেকে। ডাক্তারদের কঠোর মানা, গুটি নিষিদ্ধ। লেগে আছেন সন্দেশের কাজে। সন্দীপ রায় তখন পুরোদস্তুর পরিচালক। ছবি করছেন, দূরদর্শনে সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস চলছেন। সনটী ১৯৮৮ বছর শুরু হওয়ার কিছু দিন পর সন্দীপ রায়ের মাধ্যমে সত্যজিতদের কাছে একটা প্রস্তাব এল। স্কয়ারিয়ন গ্রুপ সত্যজিৎ আর বিজয়া রায়কে নিয়ে একটা চায়ের বিজ্ঞাপন করতে চান। এবং সেজন্যে তাঁরা অবিশ্বাস্য একটা অংক উপহার দিতে আগ্রহী। বিজয়া রায় তো শুনেই একাধিকো রাজ্য। সন্দীপের ঘরেই বসে কথা হচ্ছিল। এবার সত্যজিৎকে রাজি করাতে হবে বিজয়াকে। তাঁকে জানানোর পর তিনি বিষ্ময়বিহ্বল। বললেন, সে কী! এ যে অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। কোনওদিন ভাবিনি বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে আমাদের প্রয়োজন হবে। বিজয়া হেসে বললেন, জানো, বেশ ভালো টাকা দেবে। তুমি তো টাকার কথা ভাবোই না। এবার না করো না লক্ষীটি।তুমি রাজি? রাজি না হবার তো কারণ দেখি না। ব্যাপকে জিজ্ঞেস করছে? ও কী বলে? ওর ঘরে বসেই তো কথাবার্তা হচ্ছিল। মনে হল কোনো আপত্তি নেই। তা ছাড়া আমাদের ক্যান্যনানার রাজ্য অনেকেরি তো বিজ্ঞাপনে মুখ দেখায়। এতে দোষের কী আছে?তুমি খালি টাকার দিকটাই দেখছ তো? একশোবার। এ বাড়িতে একজনকে অন্তত টাকার চিন্তা তো করলে নেই। তোমার মত ভালো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে তো হবে না। হেসে ফেললেন সত্যজিৎ। টাকাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই না? বিজয়া চুপ। সত্যজিৎ সন্মতি দিলেন। বললেন,ঠিক আছে। এতদিন ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার না হয় সামনে দাঁড়াব। সত্যজিতের সন্মতি পেয়ে স্কয়ারিয়নের লোকজন তো আনন্দে ডগোমগো। তাঁরা চলে গেলে সন্দীপ রায় একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। প্রশ্ন তাঁর, বাবা এত সহজে রাজি হয়ে গেল? বিস্মিত বিজয়া বললেন, কেন, তোমার আশপতি আছে? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার সাথে কথা বলে ওঁরা আমাদের গ্র্যাণ্ডচ্যে করবে।। একেবারেই নয়। ওরা যে-প্রোপোজালটা দিয়েছিলাম সেটা তোমাদের জানিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু একেবারেই ভালো লাগছে না মা। কেন এতে দোষের কী আছে? কী বলছ মা, বাবার মত বড় মাপের মানুষ বিজ্ঞাপনে মুখ দেখিয়ে টাকা রোজগার করবেন! এতে করে ওঁকে কত ছোট করা হয় সেটা চিন্তা কর দেখেছ?।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



মা হচ্ছেন ভক্তি। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মার শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বেকে পরিচালিত

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ মনে মনে ভক্তিতে গান লিখতেন এবং সুর দিয়ে গান রচনা করতেন। সঙ্গীত দিয়ে মা শ্যামা সাধনা করতেন বলেই তাঁকে এক সময়ে পাগলা গায়ক বলতো প্রতিবেশীরা। আবার আশ্রয়ন করে শ্যামা সঙ্গীত শুনতো। তাঁর প্রতিটি গানের সঙ্গে মায়ের নাম জড়িয়ে থাকতো। মা কালী কোনও সময়ে তাঁর কাছে

বাংলার গদ্যসাহিত্যকে শক্ত করার জন্য বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার এবং বঙ্কিম থাকলেও দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

বর্তমানে এবিষয়ে কোন বিতর্ক নেই যে, খৃষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার আসরেই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের বহুল চর্চা শুরু হয়েছিল, এবং বস্তুতঃ এখানেই বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের

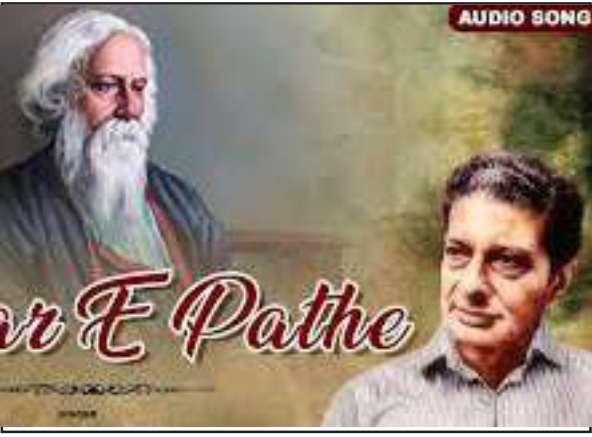


ইতিহাসের এই পর্বের প্রধান একটি মাসিক পত্রিকা ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যেটি ১৮৪৩ সালের ১লা ভাদ্র তারিখে প্রথমবারের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের মতে, এই পত্রিকাটি খৃষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের তিনজন প্রধান বাঙালি গদ্যশিল্পীর মিলিত সাধনার ফল ছিল। তাঁরা ছিলেন; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বস্তুতঃ এই তিনজনের মিলিত সাধনার ফলেই তখন বাংলা ভাষায় সাধু গদ্যের ভিত্তিটি স্থাপিত হতে পেরেছিল। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাসের সাথে যারা অল্পবিস্তর পরিচিত রয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জানেন যে, তখন এই পত্রিকাটির জন্য যে ‘গ্রন্থ কমিটি’ তৈরি করা হয়েছিল, পূর্বোক্ত তিনজনই সেই কমিটির প্রধান সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই কমিটির অধ্যক্ষ, অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এর প্রধান সদস্য। এঁরা ছাড়া, সমকালের আরও কিছু ব্যক্তিত্ব, যথা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রমুখও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মূলতঃ যুক্তিপন্থী বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন, আর ঈশ্বরচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ ভাববাহী বাংলা গদ্যের চর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন। আর

‘বাংলার সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন মৃণাল চক্রবর্তীর পাশাপাশি হেমন্ত, মান্না, লতা ও সন্ধ্যা

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলা হচ্ছে কবিতা সঙ্গীত সাহিত্যের দেশ। এই দেশের ভাষা অতো সুন্দর যে এই ভাষাতে সাহিত্য থেকে সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করা যায়। হিন্দি ভাষার তেকেও এই ভাষায় মিষ্টতা রয়েছে। তার ফলে বিলেতের অধিকাংশ বাসিন্দারা বাংলাভাষী



লোকদের পছন্দ করে। বাংলা ভাষার মতোই নরম বাঙালিদের মন প্রাণ। তারা বিশ্বেক অনায়সে জয় করে নিতে পারে যা কবিগুরু করে দেখিয়েছেন। কথা দাও ভুলবে না। বাংলা গানের এক শ্রুতিমধুর ভদ্রলোক শিল্পীর জন্মদিন; মৃণাল চক্রবর্তী। একখানা সাদা পাঞ্জাবি, কোমল হাসি, শান্ত গলা আর রুচিসম্পন্ন বোধের এক নিপাট ভালো মানুষ, যিনি গানে বলতেন,পথ নির্জন, চলো না এখন দুজন কোথাও গিয়ে বসি পাশাপাশি...। ছোটবেলায় শুল্কটা ছিল একেবারেই ঘরোয়া। শুনে শুনেই গান রণ্ড করেছিলেন। পরিচিত গানগুলো নিজের মতো করে গাইতেন বলে পাড়ার নানা বাড়ি থেকে ডাক

যাবেই জানি, সাগরের টানে...।

কথা দাও ভুলবে না গো, আমি তো তবু চলা না...। আজকের দিনে ফিরে তাকাই তাঁর সেই মাইলস্টোন হয়ে

এক সময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সুপ্রাপাত করেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলাভাষায় যে গদ্যগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলো সর্বই ‘কেজে’ গদ্য বা প্যাকটিক্যাল গদ্য ছিল; দুরূহ বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বকে সহজভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা ছিল। আর অন্যদিকে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়;

তাদের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্ৰোত রক্ষা করিয়া, সৌমা ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। সমালোচকদের মতে, ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত ‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যাসাগরের রচনারীতির চরম বিকাশ ঘটে ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়; যারফলে শিল্পগম্ভীরষোষ সুললিত গদ্যপ্রবাহে সেকালের পাঠক – পাঠিকার চিত্ত অভিষিক্ত হয়েছিল। সুতরাং এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব বিচার্য।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন গুলিতে দেবেন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় যে বস্তুতঃগুলি দিয়েছিলেন, সেগুলি থেকেই গদ্যশিল্পী দেবেন্দ্র নাথের প্রাথমিক একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আর পরবর্তীসময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে উপাসনা বেদিতে বসে তিনি যেসব উপদেশ বিতরণ করেছিলেন, সেগুলিতে তাঁর কথা বলবার চঙ ও ভাবা ক্রমশঃ সাবলীল ও সুললিত হয়ে উঠেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রচিত প্রধান গ্রন্থগুলির তালিকা সংক্ষেপে:(১) ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫১), (২) আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা (১৮৫২), (৩) ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), (৪) দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে বক্তৃতা (১৮৬৯), (৫) কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), (৬) ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬১ ও ১৮৬৬, (৭) জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩), এবং (৮) আত্মজীবনী (১৮৯৮)। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নটি বিচার্য, সেটা হল যে, অক্ষয়কুমার দত্ত ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগরদের থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচিত বাংলা গদ্যের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? বস্তুতঃ এই

ঘটেছিল, সেটা স্বভাবতঃই সাবলীল, লিরিকধর্মী ও বেগবতী হয়ে উঠতে পেরেছিল। সমালোচকদের মতে, দেবেন্দ্র নাথের বর্ণনাত্মক প্রত্যক্ষ, খুঁটিমাটিতে পূর্ণ, বৈচিত্র্যে মনোমরম, এবং হাস্য-পরিহাসে কোমল ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুতঃ তাঁর ‘আত্মজীবনী’ নামক গ্রন্থের বড়বিশেষ, দ্বাত্রিশ ও পঞ্চত্রিশ পরিচ্ছেদের সুন্দর ভ্রমণ-বর্ণনা সমালোচকদের এই মতেরই পোষকতা করে। প্রসঙ্গতঃ এখানে দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে কিছু কিছু নির্দশন তুলে ধরা যেতে পারে, যেগুলি থেকে তাঁর রচনারীতির উপরোক্ত গুণাবলীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন;‘ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান’ গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন; ভুলোকে দ্যুলোকে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, উষাকালে, সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরের সর্বত্র দৃষ্টি করেন। উবার উম্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণি গণকে সচেতন করে; রূপহীন বন্ধুসমূহকে রূপবান করে; তখন সেই জ্যোতিমান সূর্যের মধ্যে এই প্রকাশবান বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উবার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাকে তাঁহার আলোকে প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা আমাদের অন্তরাগ্না, সকল ভূতের অন্তরাগ্নি, তিমিরযুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতি দেখিতে পাই। উবার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমদের নিকট প্রকাশিত হয়। আমাদের নিম্নীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদিঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখি। সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়। সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন! বনের নির্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়! তাহা হইতে উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই ‘স এবাধস্তাং স উপরিষ্ঠাং সপচাং সপূরস্তাং সসন্ধিগতঃ স উত্তরতঃ’। তিনি অঘোতে, তিনি উর্ধ্বতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সন্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভুলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিক

পাঠকদের দরবার রাধাকান্ত নন্দী

বিশেষ প্রতিবেদক

সম্মাসী রাজা ছবির জন্য গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার যখন লিখেছিলেন,কাহারবা নয় দাদরা বাজাও, উল্টোপাল্টা মারছো চাঁট/ রাধাকান্ত তুমি দেখেছি আসরুজকে করবে মাটি’তখন সেই গানে মান্না দে-র সঙ্গে তবলা বাজাতে চাননি তিনি। তিনি মানে তবলার জাদুকর রাধাকান্ত নন্দী। রাধাকান্ত কখনও উল্টোপাল্টা তবলা বাজান না। সুতরাং গীতিকারকে ‘রাধাকান্ত’ নামের জায়গায় লিখতে হল ‘শশীকান্ত’। এমনই আপোষনীর তবলাশিল্পী ছিলেন তিনি। রাধাকান্ত নন্দীর পরিচয় হাল আমলের লোকজন প্রায় জানেনই না। কত হিট বাংলা আধুনিক ও ছায়াছবির গানে তাঁর তবলা বিস্ময়ের চূড়া জুড়িয়েছে। তবলা আমায় বাজায়,তাইতো আমি বাজি/তবলাকে মোর দুঃখ দিয়ে বাজাতে নই রাজি; এই অনুভূতি প্রবাদপ্রতিম তবলাশিল্পী রাধাকান্ত নন্দীর। জন্মেছিলেন ২৩ মে বরিশাল জেলার বানরি পাড়া গ্রামে। ঠাকুরদা কালীচরণ নন্দীর উৎসাহে গ্রাম পরিক্রমায় নারকীর্তনের দলে শিশু রাধাকান্তকেও দেখা যেত শ্রীখোল হাতে। শ্রীখোল বাজাতে বাজাতে একদিন এভাবেই ঝোঁক এল তবলায়। বাবার শাসন,পড়শোনার চাপ ও তাঁকে তবলার বাজানোর ইচ্ছে থেকে বিরত করতে পারেনি। কথিত আছে এই জন্যই তিনি নাকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে পালিয়ে গেছিলেন।

তবলা বাজানের মাসহারা এবং ওস্তাদ আনখোলার শিষ্যত্ব তাকে ধীরে ধীরে পরিণত করে তোলে। মার্গসঙ্গীতে সঙ্গত করছেন বাবা আলউদ্দিন খাঁ, আমির খাঁ, দেখিতে পাই ন। সূর্য্যের অভ্যাদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উদ্ভিত হইয়া জ্যোৎস্না-বর্ষণ করে, যখন চন্দ্রতারক হইয়া চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশস্রতারকমস্ত্রগো যমায়তি।’ যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া;চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারকে নিম্নে রাখিতেছেন চন্দ্রতারক যাহাকে জানে না, চন্দ্রতারক যাহার শরীব; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়। (প্রথম করণ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যান) কিবা এই একই গ্রন্থের আরেকজায়গায় তিনি লিখেছিলেন, একসময় যখন সকলি অসং ছিল, একমাত্র অনাদ্যন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল; তখন সেই সনাতন পূরাণই স্বীয় জ্ঞান জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন! সেইসময়েকাল হইতেই চন্দ্রতারকে কি গহন গম্ভীর ভাব! যদি বর্ষা ঋতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দিক দর্শন করি;তখন একটি গ্রহ, একটি তারাও আর নয়ন-গোচর হয় না; সমুদয় আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ, কেবলি অন্ধকার; তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত হইয়া উটন্ত হইয়া যে স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভব করি; কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বের আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্যজ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন। সত্যাপেক্ষত প্যত স তপন্তপ্তা। সর্বমস্তুত্ব যদিদং কিঞ্চ। তিনি ইচ্ছা করিলেন;কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিস্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়াছিল। সেই নিস্তব্ধ চির-ভবনী ভেদ কথায় নবপ্রসূত তেজঃপূজ সূর্য্য কোথা হইতে আইল। কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্ধিদিক উজ্জ্বল ভাষ্যর হয়ে উঠেছিল দেহ্যতে পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই গড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

কটোয়ার কার্তিক লড়াই বিখ্যাত। কার্তিক পূজাকে কেন্দ্র করে কার্তিক লড়াই হয়ে থাকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাতোয়া আরও বিখ্যাত এখনকার একটি বিখ্যাত শিব মন্দির রয়েছে। কাতোয়ার কার্তিক পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৌর্য যুগের ঐতিহ্য। প্রাচীন যুগ থেকে হেমন্তকালে কটোয়াতে কার্তিক পূজো হয়ে আসছে। হেমন্তকালে পূজিত কার্তিক ছিলেন কৃষি দেবতার প্রতীক। তিনি কৃষি সভ্যতার এবং জমি উর্বরতার দেবতা ছিলেন।

সেই কারণে গঙ্গার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষি প্রধান এলাকায় কার্তিক পূজো হতে দেখা যায়। কাটোয়া, বীশবেড়িয়া অঞ্চল গুলিতে কার্তিক পূজো হয়। কার্তিক পূজো করতে পারলে ব্যাবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় বলে কাটোয়া বাসীরা এখনও বিশ্বাস করে।



আই এস আই পরিচালিত আন্তর্জাতিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টারের ৭৩ তম বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে অনুষ্ঠানে ১৮ জন আন্তর্জাতিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ১০ মাসের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ সৌরভ গর্গ, সেক্রেটারি, পরিকল্পনা ও রূপায়ন বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার। এই অনুষ্ঠানে সকলকে আহ্বান করে বক্তৃতা দিলেন, প্রফেসর সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। ছবি: সুবল সাহা

জিআই ট্যাগ পেল মালদার ঐতিহ্যবাহী সিন্ধু ও রেশমচাষ শিল্প

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ মে : মালদা জেলার মুকুটে আরও এক নতুন পালক। আমের পর এবারে জি.আই তকমা পেল মালদা জেলার রেশম। আর এই খবর পাওয়ার পর আশায় বুক বেঁধেছেন রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত জেলার অধিকাংশ চাষী।



মালদা জেলার কালিয়াচুক, মানিকচাক, হরিশচন্দ্রপুর, চাঁচল ও গাজোল ব্লক এলাকার অধিকাংশ বাড়িতেই ঘাই মেশিন দেখা যায়। সেই ঘাই মেশিনের মাধ্যমে তৈরি হয় রেশম সূতো। আর সেই সূতো বিক্রি করা হয় জেলা ও ভিন্ন রাজ্যে। বাজারে এই রেশম সূতের দাম প্রায় ৩২০০-৫২০০ টাকা প্রতি কেজি। মূলতঃ মালদা জেলার অর্থনীতি নির্ভর করে রেশম চাষ ও আম চাষের উপর। আর এবারে আম চাষের পর জেলার নিস্তারি রেশম সূতের পাছাটা কুড়িয়েই পেয়েছিল। সেই সিপিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে সিপিটিভি ফুটেজ। যেখানে দেখা যায় যে সতিই ওই নাবালক চিপসের প্যাকেটটি কুড়িয়েই পেয়েছিল। সেই সিপিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর সেই ফুটেজ ঘিরে তৈরি হয়েছে মতবিরোধ। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার ৬ জন বিক্ষোভরত গ্রামবাসী। এদিকে কৃষেঙ্গদুর মৃত্যুর পর থেকে পলাতক শুভঙ্গর। সিপিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই নাবালক সচিকেষ্টে নিয়ে যখন লোকানো যায় তখনই চিপসের প্যাকেট বাইরে পড়ে। দোকানো ঢুকে কাউকে না পেয়ে দোকানের বাইরে পড়ে থাকা চিপসের প্যাকেট তুলে নেয় সে। অপর ফুটেজে দেখা যায়, মা থেকেছে শাসন করছেন, দোকানদারের পরে রয়েছেন। সিভিকের পরিবার যড়দ্বয়ের অভিযোগে তুলেছে, ছেলোটরি পরিবারের দাবি তার আগে অন্য জায়গায় ওই নাবালককে শাসন করেছে সিভিকা। যে কারণে তার ছেলের মৃত্যু। কঠোর শাস্তির দাবি চায় পরিবার। তদন্তে নেমেছে পাঁশকুড়া থানা। পাঁশকুড়ার গোসাইবেরে এলাকায় চিপস চুরির অপবাদে অপমানিত হয়ে কীটনাশক খেয়ে গতকাল আত্মহত্যা হয় এক নাবালক। অভিযুক্ত সিভিক পুলিশ শুভঙ্গর দক্ষিণ্টা। গতকাল রাতি সাড়ে এগারোটো নাগাদ শিশুর দেহ এলাকায় পৌঁছালে উত্তেজনা বাড়ে। যে সিভিক ভলেন্টিয়ার অর্থাৎ দোকানদারের বিরুদ্ধে নাবালককে মারধরের অভিযোগ হয়েছিল সেই অভিযুক্তের বাড়ির সামনে স্থানীয় ক্ষুর বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ভাঙুর করে, পরে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীরা বাচসা জড়ালে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের উপর। পুলিশের লাঠিচার্জ হলে ছত্রভঙ্গ হয় বিক্ষোভকারীরা। নাবালকের মৃতদেহ তুলে নিয়ে পুলিশ তার বাড়ির উদ্দেশ্যে কননা দেয়। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। উল্লেখ্য রবিবার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র কৃষেঙ্গু বাজারে চিপস কিনতে বেরিয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, যে দোকানো গিয়েছিল, সেখানে দোকান খোলা রেখে দোকানদার চলে গিয়েছিলেন। দোকানো ছিলেন না। তখন দোকানোর বাইরে পড়ে থাকা একটি চিপসের প্যাকেট কুড়িয়ে নেয় কৃষেঙ্গু। তার কাছে পয়সাও ছিল, পরে এসে সে দোকান মালিককে শুভঙ্গর দক্ষিণ্টে দেবে ভেবেছিল। এরপর বাড়ি ফেরার পথেই দোকান মালিক শুভঙ্গর দক্ষিণ্ট, যিনি পেশায় একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারও, তাঁর দোকানোর চিপস ‘চুরি’ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে বলে কৃষেঙ্গুকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। অভিযোগ, শুভঙ্গর দক্ষিণ্ট এরপর ওই কিশোরকে প্রকাশ্যেই চুরির অপবাদ দেনা। কান ধরে গটবস করান। এমনকি মারধরও করেন। কৃষেঙ্গুর বাবা-মায়ের দাবি, চিপসের দাম সেইসময় তাঁদের ছেলে পরিশোধও করে দিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘর্নামূলক পৌঁছন কৃষেঙ্গুর মা। অপমানিত অবস্থায় ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান মা। এরপর সপ্তম শ্রেণির কৃষেঙ্গু মা-কে লেখে, মা আমি বলে যাচ্ছি যে আমি কুড়কুড়াটি রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম চুরি করিনি। আর তারপরই অপবাদে-অপমানে আত্মঘাতী হয় ওই সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আশঙ্কজনক অবস্থায় তাকে ডর্তি করা হয় তমলুক মেডিকেল কলেজে। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঁশকুড়ায় চুরির অপবাদে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুমুকার, উত্তপ্ত এলাকা

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২৩ মে : পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার গোসাইবেরে এলাকায় নাবালকের আত্মহতাকে কেন্দ্র করে জারি রয়েছে উত্তেজনা, বহুসংখ্যাবার রাত থেকেই ছড়িয়েছে উত্তেজনা। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে সিপিটিভি ফুটেজ। যেখানে দেখা যায় যে সতিই ওই নাবালক চিপসের প্যাকেটটি কুড়িয়েই পেয়েছিল। সেই সিপিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর সেই ফুটেজ ঘিরে তৈরি হয়েছে মতবিরোধ। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার ৬ জন বিক্ষোভরত গ্রামবাসী। এদিকে কৃষেঙ্গদুর মৃত্যুর পর থেকে পলাতক শুভঙ্গর। সিপিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ওই নাবালক সচিকেষ্টে নিয়ে যখন লোকানো যায় তখনই চিপসের প্যাকেট বাইরে পড়ে। দোকানো ঢুকে কাউকে না পেয়ে দোকানের বাইরে পড়ে থাকা চিপসের প্যাকেট তুলে নেয় সে। অপর ফুটেজে দেখা যায়, মা থেকেছে শাসন করছেন, দোকানদারের পরে রয়েছেন। সিভিকের পরিবার যড়দ্বয়ের অভিযোগে তুলেছে, ছেলোটরি পরিবারের দাবি তার আগে অন্য জায়গায় ওই নাবালককে শাসন করেছে সিভিকা। যে কারণে তার ছেলের মৃত্যু। কঠোর শাস্তির দাবি চায় পরিবার। তদন্তে নেমেছে পাঁশকুড়া থানা। পাঁশকুড়ার গোসাইবেরে এলাকায় চিপস চুরির অপবাদে অপমানিত হয়ে কীটনাশক খেয়ে গতকাল আত্মহত্যা হয় এক নাবালক। অভিযুক্ত সিভিক পুলিশ শুভঙ্গর দক্ষিণ্টা। গতকাল রাতি সাড়ে এগারোটো নাগাদ শিশুর দেহ এলাকায় পৌঁছালে উত্তেজনা বাড়ে। যে সিভিক ভলেন্টিয়ার অর্থাৎ দোকানদারের বিরুদ্ধে নাবালককে মারধরের অভিযোগ হয়েছিল সেই অভিযুক্তের বাড়ির সামনে স্থানীয় ক্ষুর বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ভাঙুর করে, পরে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীরা বাচসা জড়ালে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের উপর। পুলিশের লাঠিচার্জ হলে ছত্রভঙ্গ হয় বিক্ষোভকারীরা। নাবালকের মৃতদেহ তুলে নিয়ে পুলিশ তার বাড়ির উদ্দেশ্যে কননা দেয়। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। উল্লেখ্য রবিবার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র কৃষেঙ্গু বাজারে চিপস কিনতে বেরিয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, যে দোকানো গিয়েছিল, সেখানে দোকান খোলা রেখে দোকানদার চলে গিয়েছিলেন। দোকানো ছিলেন না। তখন দোকানোর বাইরে পড়ে থাকা একটি চিপসের প্যাকেট কুড়িয়ে নেয় কৃষেঙ্গু। তার কাছে পয়সাও ছিল, পরে এসে সে দোকান মালিককে শুভঙ্গর দক্ষিণ্টে দেবে ভেবেছিল। এরপর বাড়ি ফেরার পথেই দোকান মালিক শুভঙ্গর দক্ষিণ্ট, যিনি পেশায় একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারও, তাঁর দোকানোর চিপস ‘চুরি’ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে বলে কৃষেঙ্গুকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন। অভিযোগ, শুভঙ্গর দক্ষিণ্ট এরপর ওই কিশোরকে প্রকাশ্যেই চুরির অপবাদ দেনা। কান ধরে গটবস করান। এমনকি মারধরও করেন। কৃষেঙ্গুর বাবা-মায়ের দাবি, চিপসের দাম সেইসময় তাঁদের ছেলে পরিশোধও করে দিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘর্নামূলক পৌঁছন কৃষেঙ্গুর মা। অপমানিত অবস্থায় ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান মা। এরপর সপ্তম শ্রেণির কৃষেঙ্গু মা-কে লেখে, মা আমি বলে যাচ্ছি যে আমি কুড়কুড়াটি রাস্তার ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম চুরি করিনি। আর তারপরই অপবাদে-অপমানে আত্মঘাতী হয় ওই সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আশঙ্কজনক অবস্থায় তাকে ডর্তি করা হয় তমলুক মেডিকেল কলেজে। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভয়াবহ চিত্র সামশেরগঞ্জ এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, সামশেরগঞ্জ, ২৩ মে : প্রতিদিন গঙ্গা ভাঙ্গনে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক বাড়ি। ভয়াবহ চিত্র সামশেরগঞ্জ এলাকায়। রিপোর্ট উঠে আসছে ২০ মিটার ও ১০০ মিটার এলাকায় একাধিক বাড়ি এখনও বিপদের মুখে দাড়িয়ে। কেন্দ্রের কাছে ভাঙ্গন রোধে বারবার সাহায্য চাওয়া হলেও, মিলেছে না কোনও সাহায্য। বাজারে উদ্যোগই চলেছে কাজ, পুনঃবাসনা। মুখামুখি বসাদ করেছিলেন ১০০ কোটি টাকা। সেই টাকায় কাজ শুরু হয়। ছ’টি জায়গায় রয়েছে যা ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত। এর মধ্যে পাঁচটি জায়গায় কাজ শুরু হয়েছে। নির্বাচনী ঘিরে জন্য একটা টেন্ডার আটকে ছিল। সেটার কাজও শুরু হবে শীঘ্র। ভাঙ্গনের কারণে যে সমস্ত এলাকায় বাড়ির ক্ষতি হয়েছে, সেগুলি হল-নিমতিতা -৪৪৮ বাড়ি, চাচন্দা - ২২০ বাড়ি, প্রতাপগঞ্জ - ২২৩ বাড়ি, বোগদানগর - ১৫৭ বাড়ি, তিপনকুরিয়া - ৭৫ বাড়ি। এই সমস্ত এলাকায় রাজ্য সরকার তাদের কাজ শুরু করেছে। সেচ দফতর, পঞ্চায়েত দফতর, জেলা প্রশাসন-সহ স্থানীয় পুরসভা স্কালাতর কাজ চলিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ভয় ধরাচ্ছে ২০ মিটার ও ১০০ মিটার এলাকায় ভাঙ্গনের ভয়।

দু’দশক পার, নিখোঁজ বাবাকে খুঁজে পেল ছেলে! এক কাহিনীর সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে : রক্তের টান, দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর বাবাকে ফিরে পেয়ে আবেগে ভাসলো বাবা-ছেলে। যদিও ছেলের মুখশ্রী অনেকটাই পাল্টে গেছে



বললেন বাবা! ছেলে বলেন প্রায় কুড়ি বছর পর বাবাকে চিনতে পেরে ফিরে পেলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন পুলিশকে। এমন এক আজব কাহিনীর সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলার বেলোকোবা পুলিশ ফাঁড়িতে এদিন এসে নিতাইচন্দ্র দাসকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর ছেলে। একেবারে ১০ বছর বয়সী ছেলেকে শেষ দেখেছিলেন তিনি। এখন ছেলে বড়, বাবাকে পেয়েই আনন্দে আত্মহারা সেই ছেলে জড়িয়ে ধরলেন। নবজন্মের কণায়, ‘আমরা নানারহাট থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করি। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে থানা থেকে খবর পাই বাবা বেলোকোবায় আছেন। প্রায় ২০ বছর পর দেখলাম বাবাকে। শেষ দেখেছিলাম যখন ক্লাস ফাইভে পড়তাম।’ পুলিশকর্মীদের ছাড়া বাবাকে পেলেও একেবারেই

ভাঙ্গন ভালুকা পঞ্চায়েতে, সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের যোগদান দুই পঞ্চায়েত সদস্যর

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৩ মে : ২০২৬ - এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে একের পর এক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে বিরোধী শিবিরে। সর্বদলগঞ্জের এবার ভালুকা পঞ্চায়েতে। গত বৃধবার স্করুগঞ্জ পঞ্চায়েতের এক সিপিএম সদস্য চোখ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফের ভাঙ্গন বিরোধী দলে। স্করুপণ্ডারের পর এবার ভালুকা পঞ্চায়েতে। সিপিএমে ২ পঞ্চায়েত সদস্য। দল ছেড়ে দল দিলেন তৃণমূলে। শুক্রবার সকালে নবদ্বীপ পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বতালঘাট তৃণমূলের মুখ্য কার্যালয়ে ভালুকা পঞ্চায়েতের সিপিএমের দুই পঞ্চায়েত সদস্য যথাক্রমে রেজনা বিবি ও সোমিতা বিবি দল ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। পাশাপাশি ভালুকা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি কুমার ধারার নেতৃত্বে দুই পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীরাও সিপিএম ছেড়ে যোগ দেন তৃণমূলে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনেকটাই শক্তি বৃদ্ধি করলো তৃণমূল। সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের বিষয়ে ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য একই সুরে সুর মিলিয়ে জানান, সিপিএমে থেকে মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলাম না। তাই সিদ্ধান্ত নিই তৃণমূলে যোগদান করবো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হয়ে মানুষের পাশে থেকে কাজ করব। যেটা করতে পাচ্ছিলাম না সিপিএমে থেকে। রানাঘাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের দুই পঞ্চায়েত সদস্য। এদিন যোগ দিলেন আমাদের দলে।



বিশিষ্ট পঞ্চায়েতে গত নির্বাচনে সিপিআইএম পায় ৮ টি আসন, বিজেপি ৬টি তৃণমূল ৩ টি ও একটি নির্দল, পরবর্তীকালে বিস্কুদ্ধ বৃন্দাবন রায় নামক ১ তৃণমূল ও নির্দল সদস্যের সমর্থনে বোর্ড গঠন করে সিপিআইএম, এদিন ২ সদস্য সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ওই পঞ্চায়েতে বর্তমান পরিস্থিতি দাঁড়ালো সিপিআইএম ৬, বিজেপি ৬ তৃণমূল ৪ ও নির্দল ১ ও বিস্কুদ্ধ তৃণমূল এক, এদিনের যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রানাঘাট জেলা প্রশাসক তৃণমূলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক তথা নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, ভালুকা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি কুমার ধারা সহ তৃণমূলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকবৃন্দ ।

আইএসসি-২০২৫ সেন্ট লিউকস ডে স্কুলের রেজাল্ট আউটে ১১০ জন ছাত্রছাত্রীকে স্মারক সম্মান

মহন্ত দাশগুপ্ত , ২৩ মে : আইএসসি-২০২৫ সেন্ট লিউকস ডে স্কুলের রেজাল্ট আউটে ১১০ জন ছাত্রছাত্রীকে স্মারক সম্মানে সম্মানিত করা হলো। বিদ্যালয়ের এক বিরাট শ্রেণী কক্ষে। যারা স্মারক সম্মান পেলেন তারা সকলেই ফাস্ট ডিভিশনে পাস করেছেন, শুধু তাই নয়, যে হায়েস্ট নাথার পেয়েছে সে হলো অরুনাভ দত্ত ৯১.৫ পারসেন্ট পেয়েছে তার রাজ্য ভিত্তিক র‍্যাঙ্ক ছাড়া তৃতীয় অব্থ তার স্কুল র‍্যাঙ্ক হল ফাস্ট ডিভিশন । সৃজিতা শেঠ, সে পেয়েছে ৯৯.২৫ পারসেন্ট, তার রাজ্য ভিত্তিক র‍্যাঙ্ক হলো চতুর্থ এবং বিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্ক হলো দ্বিতীয়। দেবাভ্রিতা ঘোষ তার রাজ্যভিত্তিক র‍্যাঙ্ক হল পঞ্চম এবং তার বিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্ক হলো তৃতীয়। সর্বধিকারী মার্কস পেয়ে আইএসসিতে যে ১১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সম্মানিত করা হয় এবং তার সাথে সাথে তাদের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক সৃজিত ডট্টাচার্য্য, প্রিন্সিপাল ম্যাদাম সাধনা ভট্টাচার্য্য এবং ডাক্তার সপ্রতীক ডট্টাচার্য্য এদিন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে শিক্ষিকাদেরও যথেষ্ট প্রশংসা করব, তারা ভালোভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করানোর জন্য এবং প্রশংসা করব সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের, যারা আমাদের কথায় বাধ্য হয়ে পড়াশোনোটি করেছে এবং এসব ব্যাপারে সব থেকে যার কথা বেশি করে বললো আমাদের প্রধান শিক্ষিকা সাধনা ভট্টাচার্য্য, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং



বলতে গিয়ে বলেন, আমাদের সেন্ট লিউকস ডে স্কুলের ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রী তারা সবাই ফাস্ট ডিভিশনে পাস করেছে এটা আমাদের কাছে সতিই একটা গর্বের বিষয়। হান্ড্রেড পারসেন্ট মার্কস আবার দিতে পেরেছি, আমরা গত কয়েক বছরে এইভাবে দিয়ে যাচ্ছি ভালো রেজাল্ট। গত বছরেও অল ইন্ডিয়া লেভেলে ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড এবং ফোর্থ হয়েছিল আমাদের ছাত্র- ছাত্রীরা। আমরা এই সব কিছুরই জন্য কৃতজ্ঞ থাকি মূলতঃ আমাদের

অসম্ভব ছিল, তা অকপটে স্বীকার করে নিলেন নবজিতা তিনি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিয়েছেন বেলোকোবা পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত সিভিক ডালাস্টিয়ার সুমন সাহাকে। বেলোকোবা ফাঁড়ির গুণি অরিজিত কুন্ডর সামনেই হল বাবা - ছেলের পুনর্মিলন। তাতে কঠোর স্বভাবের পুলিশেরও যেন মন গলে গেল নিম্নেসেই। বাকরুদ্ধ হলেন নিতাইবাবু। তিনি বেশি কিছু না বলতে পারলেও পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এর আগেও দেখেছি ২০ বছর পর স্ত্রীকে ফিরে পাচ্ছেন স্বামী। গঙ্গাসাগর মেলার সৌজন্যে ফিরে পেয়েছেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে। এবার কুড়ি বছর পর বাবা ফিরে পেলেন তাঁর ছোট ছেলেকে আর ছেলে পেল তাঁর বাবাকে। রক্তের টান এমনই যে ২০ বছর পর দেখা হলোও বাবা তার ছেলেকে চিনতে যেমন বিস্মমাত্রাও অসুবিধা হয়নি তেমনই ছেলে তাঁর বাবাকে চিনতেও একবারের জন্য ভুল করেনি। তাঁদের এই মিলনে মুগ্ধ সকলে। ছেলে বারংবার ধন্যবাদ দিয়েছেন পুলিশকর্মীরাে। তিনি কহেছেন, তারা না থাকলে আজ তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবার দেখা হত না কোনও মতেই।

Short Notice Inviting Tender

SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WRD, Siuri, SNIT No.- WBIWEE/WMED/SNIT-02/15-26 (2nd, Call of WBW/EE/WMED/SNIT-01/2025-26) for Electrical work at Messanjore Dam, PS-Dumka, Jharkhand. Last date of application 26/05/2025 up to 14:00 Hrs.& Dropping 27/05/2025 up to 15:00 Hrs. Detailed SNIT may be seen at www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer Mayurakshi E & M Division. Biryhum-731101 Ph:03462-255057

বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪৬-২৫-২৬ তারিখঃ ২১-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ নিম্নাধাকরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

উদ্রপ পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসারিত গ্রাহক পরিষেবা"

Namkhana Gram Panchayat

Shibnagar Abad , Namkhana Mail-namkhanagang@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.

NIT No: (1) 13/ NAMGP/25 (2025-26), dt: - 22/05/2025 (Fundi- SBM(G) Last Date of Bid Submission: 29/05/2025, 11:00 Hrs. Date of Opening: 31/05/2025, 11:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS.,or visit: <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Pradhan Namkhana Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএলএস/এসডিএইচ/৩টি/২৫-০৩৯আরটি, তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫। নিম্নের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর ইঞ্জিনিয়ার ইএমইউ/শিয়ালপুর, ২য় তল, কট্টোল বিল্ডিং, শিয়ালপুর, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ টেন্ডার নংঃ ইএলএস/এসডিএইচ/৩টি/২৫-০৩৯আরটি। কাজের নামঃ পরিষ্কৃত পানীয় জলের সরবরাহ করা যাবার বৃথ সরবরাহ, হাঙ্গন এবং চালুকরা। টেন্ডার মূল্যঃ ১৫,৯১,৭২০ টাকা। বায়না মূল্যঃ ৩৬,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ নুল। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ০৬ মাস। বেতের তারিখ ও সময়ঃ ২০.০৬.২০২৫ তারিখঃ ১৫.০০ ঘট্যা। উপজার ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ এবং সমস্ত সংশ্লিষ্ট সংশোধনী। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-61/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটে: www.ein.dianrailways.gov.in/ <http://ireps.gov.in> -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন:

@EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, আমি শ্রী প্রদীপ মালিক, পিতা- কার্তিক মালিক, সাং- দক্ষিন রামপুর, পোঃ- ডিহিঙ্গুরদা, থানা- উদয়নারায়নপুর, জেলা- হাওড়া, গত ইং-০২/০৮/২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাঁচাঙ্গ সামন্ত নগর অফিসে সম্পাদিত ২০৯৪ নং দলিল মূলে পনশ চত্ৰ প্রানমিক এর গোরানিশ গদসে কাজ থেকে দ্বিত ত পশীল ভূক্ত সম্পদিত জয় করিয়া উদয়নারায়নপুর বি. এল. জ্যাও, এল. আর. ও অফিসে ৫১৮৯ নং মিউটেশন কেশ দাখিল করিয়াছি। উক্ত সম্পদিত গদসে মণ্ডলের গোরানিশ ১৭/১২/২১ তারিখে ৫১০৬ নং আমনোক্তার নাম মূলে স্বপন প্রানমিক কে প্রদান করেন এবং আমি উক্ত বাল্তিক নিকট ইহতে উপভাড়া দলিল মূলে জন্ম করি। এই মিউটেশন কারারে কোনো আপত্তি থাকিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে উদয়নারায়নপুর বি. এল. জ্যাও এল. আর. ও অফিসে আমাইবেন, অন্যায় অত্ম মোতাওকে কার্য করা ইহবে। নোজা- দক্ষিন রামপুর (০৪) তপশীল বখায়ান নং- ১০৬/১৫ দাগ নং- ১৬৩, শ্রেনী -বীমাভা, অংশ-০.৫০০০ পরিমান- ৩ শতক

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভাভেরেপল্লিভিত্তি জন্য ও পক্ষে নিম্নের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গারওয়ান, কলকাতা-৭০০০৩৬ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরদায় ডাক্তিবে তারিখে ওয়েবসাইটে পোষ্ট ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকলে ৫:৩০ মিনিটে খোলা হবে। ক্. নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ ১. টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৫-০৯৮ তারিখঃ ২১.০৫.২০২৫। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে ডাক্তিবে-এ উত্তর ও দক্ষিণ কলোনিতে ০৪টি ওভারহাউস জলের ট্যাকের বিমান পুরানো/ক্ষয়প্রাপ্ত। আই.ই. প্রধান পাঠশালাইনগুলি প্রতিস্থাপন ও শক্তিশালী করার অবশিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৯৬,২৮,৫১২.২০ টাকা। বায়না অর্থঃ ২,২৮,৩০,০০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ ২০২৫-৪০২ তারিখঃ ২১.০৫.২০২৫। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর গার্ডেনারীসের উত্তর ও দক্ষিণ কলোনিতে সড়ক, নদীমা, মূটপাথের উন্নয়ন, কার্কাচর্ময় প্রবেশ দরবার ব্যবস্থা, পার্কেস উন্নয়ন সহ রেলওয়ে কলোনি উন্নয়নের অবশিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪০,৯৮,০৭৭.৭৭ টাকা। বায়না অর্থঃ ১,২২,০০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ ২ প্রতিদ্বন্দেবে ০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ২ প্রতিদ্বন্দেবে ১৮.০৬.২০২৫। কাজ সম্পূর্ণ করার সময়ঃ ২ প্রতিদ্বন্দেবে ০৮ মাস। টেন্ডারের বস্তুত্বিত্য কোনো পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন যদি হয় তাহা তাহা কেবলমাত্র ই-টেন্ডার খোলার পাওয়া যাবে এবং সেগুলি কোনো সন্যাপনে প্রস্তুতি হবে না। অগ্রাধী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিবরণ/নির্দেশিকাব দেখতে এবং তাঁদের দরদ্রব্যাব অনুমোদন দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। কোনো অগ্রদ্ব্যস্তি এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতকোটে দাখিল করা পরদ্রব্যাব গৃহীত হবে না। বি.জি. ২ সভায়া দলদায়গদসে স্টেশনের অংশে নিম্নলিঃ www.ireps.gov.in ওয়েবতে পারেন। ফের ডেক্স-এর যোগাযোগ নং ০৩৪-২৪০৫-৩৮৮।

Short Notice Inviting Tender

SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WRD, Siuri, SNIT No.- WBIWEE/WMED/SNIT-02/15-26 (2nd, Call of WBW/EE/WMED/SNIT-01/2025-26) for Electrical work at Messanjore Dam, PS-Dumka, Jharkhand. Last date of application 26/05/2025 up to 14:00 Hrs.& Dropping 27/05/2025 up to 15:00 Hrs. Detailed SNIT may be seen at www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer Mayurakshi E & M Division. Biryhum-731101 Ph:03462-255057

বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪৬-২৫-২৬ তারিখঃ ২১-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ নিম্নাধাকরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

উদ্রপ পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসারিত গ্রাহক পরিষেবা"

Office of the Jabarrah Gram Panchayat

Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal NOTICE INVITING E-TENDER- 01/25-26, Date: 23/05/2025

For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for 3 (Three)Nos. works. Document download/sale/Bid submission starting from 23/05/2025 at 6.00 PM up to 02/06/2025 6.00 PM. Bid Opening Date (Technical) 04/06/2025 at 1:00 PM. For details please visit <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Pradhan Jabarrah Gram Panchayat

গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল. জিএস. ১১-২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নাধাকরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নংঃ ই এল. জিএস. ১১-২৫-২৬, কাজের নামঃ রাজ্যপানিতে গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন নেনে ওয়ারার বৃথ, মার্কেট রুম, গুডস অফিস, জ্বেলজ, ইলেকট্রিক্যাল কাজ, সিপিটিভি ইন্টার্লি ব্যবস্থা। ইলেকট্রিক্যাল (জেনারেল)। আনুমানিক মূল্যঃ ৬১,৫৬,৭১৫.৫১ টাকা।; বায়নার ধর্মঃ ১,২৬,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘট্যা এবং খুলবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘট্যা এবং খুলবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘট্যা। উপরেই ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

Office of the Beldubi Gram Panchayat

Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302. Notice Inviting E-Tender No. 069(06)/NIT/15TH FC/TIED/ BGP/25-26, Dated:- 23/05/2025

On behalf of Governor of West Bengal, The Prodhon, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e- Tenders (Electronic Tenders) from bonafide and experienced contractors for 4(Four)nos. different works. Bid submission upload from: 24.05.2025 up to 01.06.2025 4:00 P.M. Date of opening of technical Bid: 03.06.2025 at 2:00 P.M. For details visit office of the undersigned or visit website <http://wbtenders.gov.in> Sd/- Pradhan Beldubi Gram Panchayat

Office of The Supur Gram Panchayat

AT:-RAIDIH, P.O.:SUPUR, P.S:-KHATRA, DIST:-BANKURA, W.B.-722121 Notice Inviting E-Tender No. (I) 01, 2025_ZPHD_850436_1 to 6, (II) 02, 2025_ZPHD_850534_1 to 6

Pradhan, Supur Gram Panchayat invites e-Tender for 12(Twelve)Nos. different works in Supur G.P. Bid Submission closing date(online) 31.05.2025 at 6.30 PM. Bid Opening date 03.06.2025 at 11.00 AM. For details please visit <https://wbtenders.gov.in> Sd/- Pradhan Supur Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat

Vill + P.O. – Paniarah, P.S. – Panchla, Dist.- Howrah, Pin:-711302. Notice Inviting E-Tender No. ০7০ (0

বাংলা ক্রিকেটের বড় দায়িত্বে ঋদ্ধিমান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ মেঃ ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা ২০২৫ সালের বেস্টল প্রো টি-২০ লিগের আগে শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সের মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই নিয়োগের মাধ্যমে ৪০ বছর বয়সী ঋদ্ধিমান তাঁর গৌরবময় খেলোয়াড় জীবনের পর কোচিং এবং মেন্টরিংয়ের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে পা রাখলেন। ৪০টি টেস্ট এবং ২৫৫টি টি-২০ ম্যাচে তাঁর অসাধারণ উইকেটকিপিং দক্ষতার জন্য পরিচিত সাহা এখন পুরুষ ও মহিলা উভয় দলের কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এছাড়াও, তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সার্ভেটিক স্পোর্টসের সঙ্গে মিলে তৃণমূল স্তরে প্রতিভা বিকাশে কাজ করবেন। নতুন ভূমিকায় সাহা তাঁর প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতাকে মেলানো ফ্র্যাঞ্চাইজির এক বিবৃতিতে ঋদ্ধিমান তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করে বলেন, “শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সের মেন্টর হিসেবে যোগ দিতে পেয়ে আমি আনন্দিত। উদীয়মান খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে দেওয়া এবং তাদের চাপের মুখে শ্রেষ্ঠ অর্জনে গাইড করা আমার প্রধান লক্ষ্য হবে।” তাঁর এই উৎসাহের



প্রতিধ্বনি শোনা গেল সার্ভেটিক স্পোর্টসের ডিরেক্টর রিশাভ ভাস্মির কাছা। তিনি বলেন, “সাহার নিষ্ঠা এবং ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তা আমাদের ভিশনের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর উপস্থিতি দলের মধ্যে জয়ী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।” যিরহমের জন্য শক্তিশালী দল গঠন আদ্যদিকে, শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স তাদের মহিলা দলের জন্য ডব্লিউপিএল তারকা প্রিয়ঙ্কা বালাকে মার্কি খেলোয়াড় হিসেবে ধরে রেখেছে। ১৮৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে ১২৮ জন খেলোয়াড়কে ড্রাফট করে দলটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলার প্রতিনিধিত্বকারী এই ফ্র্যাঞ্চাইজি স্থানীয় প্রতিভা এবং সম্প্রদায়ের গর্বকে কাজে লাগাতে চায়। সাহার মেন্টরশিপ এবং শক্তিশালী দল গঠনের মাধ্যমে শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স আসন্ন মরশুমে প্লে-অফে আরও গভীরভাবে প্রবেশের লক্ষ্যে কাজ করছে। বেস্টল প্রো টি-২০ লিগের দ্বিতীয় মরশুমটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার প্রতীক্ৰতি দিচ্ছে। স্ট্রাইকার্স তাদের নতুন কৌশল এবং প্রতিভার সমন্বয়ে মাঠে ঝড় তোলার জন্য প্রস্তুত। সাহার অভিজ্ঞতা এবং তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহের সমন্বয়ে দলটি এই মরশুমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে চায়।

জাতীয় দলের তিন ফুটবলারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির পরিকল্পনায় বাগান!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ গত ৪৮ ঘণ্টায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের চিত্তাভাবনায় এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে। ২০২৪-২৫ মরসুমে অসাধারণ সাফল্যের পরেও ক্লাব খেমে থাকতে চায় না। বরং, এবার লক্ষ্য আরও বড়। দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য এবং এশিয়ান



ফুটবলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। আর সেই লক্ষ্যেই জাতীয় দলের তিন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে দলে টানার পরিকল্পনা করছে কলকাতার এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। ক্লাবের কোচ হোসে মেলিনা ও মালিক সঞ্জীব গোয়েন্দার নির্দেশে এখন সবুজ-মেরুন শিবিরের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ও সিইও কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই তিন ফুটবলারই ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আস্তা রাখছেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কিছু প্রতিবেদনে প্রকাশিত রিপোর্ট

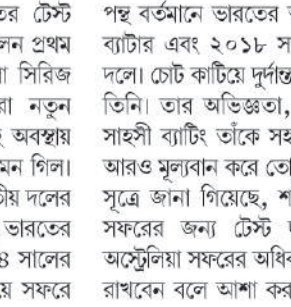
অনুযায়ী, “এই তিন জনকেই নিতে চায়। ওরা ভালো ফুটবলার, আর মোহনবাগানে এলে আরও উন্নতি করবে। আমাদের এখন লক্ষ্য এএফসিতে নিজেদের প্রমাণ করা। তাই ভারতীয় ফুটবলারদের উপরেই প্রথম জোর দেওয়া হচ্ছে, বিদেশিদের আগে।” জানা যাচ্ছে,

শিরোপা জয়ে সন্তুষ্ট নয়। ক্লাব এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এএফসি প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করার জন্য প্রয়োজন সঠিক খেলোয়াড় নির্বাচন, আর সেই জায়গাতেই জোর দিচ্ছেন মেলিনা এবং গোয়েন্দা। একজন ক্লাব-ঘনিষ্ঠ সূত্র আরও জানান, “আমরা এই তিনজনকে নিয়েই দল গঠন করতে চাই। শুধু সাময়িক সফলতা নয়, বরং আগামী পাঁচ বছরেও ক্লাবের সাফল্য অব্যাহত রাখাই আমাদের লক্ষ্য। এজন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের উপরেই সবচেয়ে বেশি আস্তা রাখা হচ্ছে।” এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই তিন ফুটবলারকে দলে নেওয়ার জন্য কতটা প্রতিযোগিতা থাকবে। বিশেষ করে মেহতাব সিং-এর মতো একজন ডিফেন্ডারের জন্য আইএসএলের অন্য দলগুলিও আগ্রহী থাকবেই। তবে বাগানের পরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ ভিশন এবং আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ায় তারা অনেকটাই এগিয়ে। সবমিলিয়ে, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট যে এবার ঘরোয়া লিগের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে বড় কিছু করে দেখাতে চায়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, জাতীয় দলের ফুটবলারদের গুরুত্ব এবং ভারতীয় প্রতিভাদের উপর আস্তা-এই তিন দিকেই ক্লাবের বর্তমান রূপরেখা। আগামী দিনে এই পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেটিই এখন দেখার। তবে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সূচনা।

এবার বিসিসিআইকে বড় সিদ্ধান্ত শোনালেন বুমরাহ

মুম্বই, ২৩ মেঃ ইংল্যান্ড সফরের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য দুঃসংবাদ। দলের অভিজ্ঞ পেসার ও সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সম্ভাব্য অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তিনটি বর্ষি ম্যাচ খেলতে পারবেন না। বুমরাহর এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত নির্বাচকরা। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচটি টেস্টেই খেলেছিলেন বুমরাহ। যদিও পঞ্চম টেস্টে চোট পেয়েছিলেন, যার ফলে বল করতে পারেননি দ্বিতীয় ইনিংসে। তার সেই চোটের রেশ এখনও কাটেনি পুরোপুরি। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারেননি, এমনকি আইপিএলেও কিছু ম্যাচ মিস করেন। দলের ফিজি ও টেনারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আপাতত এক সিরিজে চান। পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলা তার শরীরের পক্ষে সম্ভব নয়। বুমরাহর এই সিদ্ধান্তের ফলে তার অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রোহিত শর্মা ডেপুটি ছিলেন তিনি এবং স্বাভাবিকভাবেই তাকেই ভাবা হচ্ছিল রোহিতের উত্তরসূরি হিসেবে। রোহিতের টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণার পরে বুমরাহ ছিলেন প্রথম সারির বিকল্প। তবে যেহেতু তিনি পুরো সিরিজ খেলতে পারবেন না, তাই নির্বাচকরা নতুন অধিনায়কের সন্ধান শুরু করেছেন। এই অবস্থায় সামনে চলে এসেছেন তরুণ ব্যাটার শুভমন গিলা। যদিও আগে কখনও টেস্ট ফরম্যাটে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেননি, তবুও তাকেই ভাবা হচ্ছে ভারতের পরবর্তী টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে জিহ্বাবোয়ে সফরে

তিনি টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং এরপর থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে সহ-অধিনায়ক হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিতের ডেপুটি ছিলেন তিনি, যেখানে ভারত জয়লাভ করে। গিলের সঙ্গে সহ-অধিনায়ক পদে আনা হতে পারে ঋষভ পন্থকে।



পঞ্চ বর্তমানে ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য টেস্ট ব্যাটার এবং ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিত সদস্য দলে। চোট কাটিয়ে দুর্দান্তভাবে মাঠে ফিরে এসেছেন তিনি। তার অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং সাহসী ব্যাটিং তাঁকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে দলে আরও মূল্যবান করে তোলে। বিসিসিআইয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার, ২৪ মে ইংল্যান্ড সফরের জন্য টেস্ট দল ঘোষণা করা হবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের অধিকাংশ ডভাদের জায়গা ধরে রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে কিছু ভারত

তরুণ প্রতিভার সম্মিশ্রণে নতুন নেতৃত্ব গঠনের এই সময়ে গিল ও পন্থের কাছেই ভবিষ্যতের দায়িত্ব তুলে দিতে চলেছে বিসিসিআই। বুমরাহ, যদিও কর্মে আছেন এবং দলের পেস আক্রমণের মূল ভরসা, তবে তার শরীরের সীমাবদ্ধতা তাকে নেতৃত্বের দৌড়ে পিছিয়ে দিল। শেষমেশ, বুমরাহর চোট নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল, আধুনিক ক্রিকেটে ফিজিক্যাল ফিটনেস কতটা বড় ভূমিকা পালন করে। ভারতের আগামী টেস্ট নেতৃত্বের কণা থাকছেন, সেটি নির্ধারিত হবে আগামী শনিবার।

ইংল্যান্ড সফরে দল থেকে বাদ আনফিট মুহাম্মদ শামি!

মুম্বই, ২৩ মেঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক কমিটি আসন্ন ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় দল থেকে অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলার মুহাম্মদ শামিকে বাদ দিতে পারে বলে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানা গেছে।

মাঠে ফিরেই বিদায় নিলেন নেইমার, অনিশ্চিত নতুন চুক্তিও

গোলশূন্য ড্র ম্যাচের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্তটি এলো দ্বিতীয়ার্ধে। দর্শকের ভুমূল উল্লাসের মধ্যে মাঠে নামলেন নেইমার। চোট জর্জরিত ক্যারিয়ারে আরেক দফা প্রত্যাবর্তন! পাঁচ সপ্তাহ পর নেমে কিছু ঝলক দেখানো ছাড়া অবশ্য তেমন কিছু করতে পারলেন না তিনি। পরে টাইব্রেকারে হেরে ব্রাজিলিয়ান কাপ থেকে ছিটকে গেল তার দল সান্তোস।

সান্তোস, ২৩ মেঃ সিমারবির বিপক্ষে কোপা দো ব্রাজিলের ম্যাচ দিয়ে নেইমারের মাঠে ফেরাটা অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। আজ সকালে তৃতীয় রাউন্ডে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে শুরুতে বেঞ্চে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধের ৬৬ মিনিটে তাঁকে মাঠে নামান সান্তোস কোচ ফ্রেয়ার হাভিয়ার। কিন্তু নেইমার নেমেও ম্যাচে কোনো পার্থক্য গড়তে পারেননি। প্রথম লেগে ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচটি দ্বিতীয় লেগে শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে দলের প্রথম শটে নেইমার গোল করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সান্তোস ম্যাচ হেরে যায় ৫-৪ গোলে। এর ফলে চোট কাটিয়ে এক মাস পর মাঠে ফিরেই দলের বিদায় দেখতে হলো ব্রাজিল তারকাকে। ম্যাচ শেষে দলের বিদায় নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন নেইমার। এককভাবে তাঁর ওপর নির্ভর করে ফল পাওয়া যাবে না বলেও মন্তব্য করেন এ ফরোয়ার্ড। নেইমার বলেছেন, “জানি আমি মাঠে নামলে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়।



২০ বা ২৫ মিনিটেই আমি পার্থক্য গড়ে দিতে পারি। আমি জানি, আমি আমার সতীর্থদের সাহায্য করতে পারি। এটা অনেক দিন পর আমার প্রথম ম্যাচ। কিন্তু সবকিছু শুধু আমার ওপর নির্ভর করতে পারে না। সবাই জানে আমরা কী অবস্থায় আছি এবং এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে আমাদের সব খেলোয়াড়ের প্রয়োজন।” আগামী ৬০ জুন সান্তোসের সঙ্গে নেইমারের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। নতুন করে চুক্তি নবীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে জানতে চাইলে নেইমার বলেছেন, “আমি এখনো জানি না।” দলের বিদায়ের পাশাপাশি অন্য রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন নেইমার। বৃহস্পতিবার নেইমার হোটেল ছাড়ার সময় ভক্তদের মধ্যে ভুমূল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ভিডি় নিয়ন্ত্রণের সুরক্ষাবেষ্টনীও ভেঙে ফেলেন নেইমার-ভক্তরা। ভিডি়িতে অবশ্য হোটেল ছাড়ার সময় নেইমারকে হাত নাড়তে এবং ভক্তদের সঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা গেছে।

সেই হেডের গোলটিই মেসির সবচেয়ে প্রিয়

ক্যারিয়ারে মোট গোল সাড়ে আটশর বেশি। দর্শনীয় ও স্মরণীয় গোলের সংখ্যাও কম নয়। একটিকে বেছে নেওয়া খুব কঠিন। লিওনেল মেসির নিজের জন্য তো আরও বেশি কঠিন। সেই কঠিন কাজটিই করেছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। বেছে নিয়েছেন তিনি নিজের সবচেয়ে প্রিয় গোল।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত করেছেন ৮৬০ গোল। নান্দনিক ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে করা গোলের সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে একটি গোল বেছে নেওয়া শুধু চ্যালেঞ্জিং নয়, অসম্ভবও বটে। নিজের করা এত এত গোল থেকে প্রিয় গোল বেছে নেওয়া নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই কঠিন কাজটিই শেষ পর্যন্ত করলেন লিওনেল মেসি। বেছে নিলেন নিজের করা সবচেয়ে প্রিয় গোলাটি। নিজের পছন্দের গোল বেছে নিতে গিয়ে বেশ চমক দিয়েছেন মেসি। হেডে খুব কমই গোল করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সব মিলিয়ে হেডে তিনি এখন পর্যন্ত করেছেন মাত্র ২৮ গোল। বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর হেডে গোলের সংখ্যা ১৫৪টি। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে হেডে মেসিকে অতটা টানে না এবং এভাবে গোল করার তিনি অতটা শক্তিশালীও নন। তবে নিজের দুর্বলতার প্রতি মানুষের নাকি বাড়তি মেনা থাকে। সেই মায়ার টানেই কি না মেসি নিজের পছন্দের গোল হিসেবে বেছে নিলেন হেডে করা একটি গোলাকে। ২০০৯ সালে নিজের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পথে

ফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলাট করেছিলেন মেসি। সেদিন ম্যাচের ৭০ মিনিটে ডান প্রান্তে বজ্রের কাছাকাছি জায়গা থেকে ক্রস করেন জাভি হার্নান্দেজ। অরক্ষিত মেসি লাফিয়ে উঠে হেড দিয়ে বল জালে জড়ান। সেই গোলে ২-০ তে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা এবং পরে চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতে নেয়। সাধারণ চোখে এই গোল আশ্চর্য

কিছু নয়। ২০১৫ সালের কোপা দেল রে ফাইনালে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে তিনজনকে কাটিয়ে করা গোল, ২০১৮

সালের কোপা দেল রে সেমিফাইনালে হেথাক্ষের বিপক্ষে দিয়েগো মারাদোনা'কে মনে করিয়ে দিয়ে করা গোল কিংবা ২০১০-১১ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দুর্দান্ত গোলের সামনে এই

গোল অনেকের কাছে বিশেষ মনে না-ও হতে পারে। মেসি অবশ্য এই গোলকে নিজের প্রিয় গোল হিসেবে বেছে নেওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, “আমার অনেক গোল আছে যেগুলো সম্ভবত এই গোলের চেয়ে অনেক সুন্দর এবং অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে করা এই হেডারটিই আমার সব সময়ের পছন্দের।” মেসি এই গোল বেছে নিয়েছেন ইটার মায়ামি ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে ‘গোল ইন লাইফ’ ফেরে দাতব্য কাজের জন্য। এই গোলটিকে এখন চিত্রকর্মে রূপ দেওয়া হবে এবং এরপরই সেই চিত্রকর্মে দাতব্য কাজের জন্য নিলামে তোলা হবে। গোলের সেই চিত্রকর্মে মেসি এবং শিল্পী রেফিক আনাদোলোর স্বাক্ষরও থাকবে, যা আগামী ১১ জুন নিলাম প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টির মাধ্যমে নিউইয়র্কে উন্মোচন করা হবে। নিলাম শেষ হবে আগামী ১১ জুলাই। এই নিলাম নিয়ে মেসি বলেছেন, “আমি জানি, রেফিকের কাজ কতটা বিশেষ। আমার মায়ামিতে দেখা করছিলাম এবং এখন সে কীভাবে এই গোলাটিকে, খেলার মুহূর্তটিকে একটি অনন্য শিল্পকর্মে রূপ দিতে পারে, সেটা আবিষ্কার করা রোমাঞ্চকর ব্যাপার হবে।”



থেকে ক্রস করেন জাভি হার্নান্দেজ। অরক্ষিত মেসি লাফিয়ে উঠে হেড দিয়ে বল জালে জড়ান। সেই গোলে ২-০ তে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা এবং পরে চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতে নেয়। সাধারণ চোখে এই গোল আশ্চর্য

সালের কোপা দেল রে সেমিফাইনালে হেথাক্ষের বিপক্ষে দিয়েগো মারাদোনা'কে মনে করিয়ে দিয়ে করা গোল কিংবা ২০১০-১১ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দুর্দান্ত গোলের সামনে এই

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি

ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, অরুণা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যজি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ১৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajit Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217666
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com